অধ্যায় ০২ চিত্রকলা সর্বকালে সব মানুষের ভাষা

আলোচ্য বিষয়াবলি

• পৃথিবীর বিখ্যাত শিল্পী ও শিল্পকর্ম; • লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি; • মাইকেল এঞ্জেলো; • রাফায়েল সানজিও।

অধ্যায়ের শিখনফল

অধ্যায়টি অনুশীলন করে আমি যা জানতে পারব–

- সভ্যতার সূচনালগ্নে মানুষ যে চিত্রের সাহায্যে ভাব প্রকাশ করেছিল তা বর্ণনা করতে পারব।
- গুহাচিত্রের আবিষ্কারের স্থান ও আনুমানিক সময়কাল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- গুহাচিত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারব।
- সভ্যতার প্রথম ভাগে মানুষ যে চিত্রের সাহায্যে ভাব প্রকাশ করেছিল তা বর্ণনা করতে পারব।
- আদিম মানুষের জীবনযাত্র ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সভ্যতার সূচনালগ্নের সাথে আজকের আধুনিক মানুষের তুলনা করতে পারব।
- আদিম মানুষের ভাব বিনিময়ের মাধ্যমগুলো তুলনা করতে পারব।
- বাংলাদেশের পথিকৃৎ শিল্পীদের সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- পৃথিবীর বিখ্যাত শিল্প ও তাঁদের শিল্পকর্ম সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব। মাইকেল এঞ্জেলোর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় তিনি ছিলেন সমান পারদর্শী তা বর্ণনা করতে পারব।
- মাইকেল এঞ্জেলোর ভাস্কর্যের প্রভাব যে চিত্রকর্মেও পড়েছে তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শিল্পী রাফায়েলের জীবন ও তাঁর কাজের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব।
- রাফায়েলের চিত্রকর্ম শনাক্ত করতে পারব।

শিখন অর্জন যাচাই

- আদিকালে মানুষ চিত্রের মাধ্যমে কিভাবে ভাব প্রকাশ করতো তা জানতে পারব।
- পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রাপ্ত আদিম মানুষের আঁকা গুহাচিত্র সম্পর্কে জানতে পারব।
- পৃথিবীর বিখ্যাত শিল্পী ও তাদের শিল্পকর্ম সম্পর্কে জানতে পারব।
- মাইকেল এঞ্জেলোর বিখ্যাত ভাস্কর্য 'লা-পিয়েটা'-এর বিষয়বস্তু অনুধাবন করতে পারব।

শিখন সহায়ক উপকরণ

- গুহাচিত্রের স্থিরচিত্র অথবা ভিডিও চিত্র প্রদর্শন।
- পোস্টার, পেপার ও সাইনপেন।
- আদিম মানুষের আঁকা সিথর গুহাচিত্র বা ভিডিও চিত্র প্রদর্শন।
- চক, ডাস্টার, পোস্টার পেপার সাইনপেন ইত্যাদি।
- পাঠে উল্লিখিত বাংলাধেশ ও ভারতীয় সব বিখ্যাত চিত্রশিল্পীর প্রতিকৃতি ও তাদের চিত্রকর্মের স্লাইড মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে প্রদর্শন।
- মাইকেল এঞ্জেলোর প্রতিকৃতি ও তার আঁকা স্থিরচিত্র অথবা ভিডিও প্রদর্শন।
- রাফায়েলের প্রতিকৃতি, তার স্থির চিত্রকর্ম বা ভিডিও চিত্র প্রদর্শন।

অনুশীলন

সেরা পরীক্ষাপ্রস্তুতির জন্য 100% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে সর্বাধিক সাধারণ ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের সেরা প্রস্তুতির জন্য এ অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তরসমূহকে সাধারণ প্রশ্ন, বহুনির্বাচনি ও অনুশীলনমূলক কাজ– এ তিনটি অংশে উপস্থাপন করা হয়েছে। সাধারণ ও বহুনির্বাচনি অংশে মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল প্রণীত প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি স্কুল পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সংযোজন করা হয়েছে।

অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর — পাঠ্যবইয়ের প্রশ্নের উত্তর শিখি

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

সঠিক উত্তরটির বৃত্ত (●) ভরাট কর :

১. লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি জন্মগ্রহণ করেন কত সালে?
● ১৪৫২ সালে ⓑ ১৪৪২ সালে
ⓖ ১৫৫০ সালে ⓓ ১৪৮০ সালে

২. কোন শিল্পী চিত্রকলা ও ভাস্কর্যে সমান দক্ষ ছিলেন?
ⓚ লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি ⓑ রাফায়েল
● মাইকেল এঞ্জেলো ⓓ পল সেজান

৩. প্রান্তরে উপবিষ্ট ম্যাডোনা ছবিটি কার আঁকা?
ⓚ ড্যানগঘ ● রাফায়েল
ⓖ মাতিস ⓓ মাইকেল এঞ্জেলো

৪. আদিম মানুষের আঁকা প্রথম ছবিটি আবিষ্কার হয়েছিল আনুমানিক তা প্রায়–
ⓚ ১০ হাজার বছর আগে ● ২০ হাজার বছর আগে
ⓖ ৩০ হাজার বছর আগে ⓓ ৪০ হাজার বছর আগে

৫. আলতামিরা গুহাটি কোথায়?
ⓚ ফ্রান্সে ● স্পেনে
ⓖ জার্মানে ⓓ জাপানে

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ১। চিত্রকলাকে আন্তর্জাতিক ভাষা বলার পক্ষে তোমার মতামত দাও।

উত্তর : আজকের পৃথিবীর বুকে নানান দেশ, নানান দেশে নানান ধরনের মানুষ, আবার তাদের ভাষাও ভিন্ন ভিন্ন। একজন মানুষের পক্ষে কখনো জানা সম্ভব হয়ে উঠে না ঐসব ভাষা। কিন্তু সেই দেশের জীবন, পরিবেশ ও প্রকৃতি নিয়ে যদি কোনো ছবি আঁকা হয় তাহলে অতি সহজেই সেই ছবি দেখে সেই দেশ সম্পর্কে জানা যাবে। মনে কর আমাদের দেশে কোনো উৎসব উপলক্ষে জাপান, চীনসহ আরও অনেক দেশের শিশুরা সমবেত হয়েছে। শুভেচ্ছা বিনিময় হয়তো আমরা সবাই সবার সাথে করতে পারব। কিন্তু নিজ নিজ দেশের পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা, জীবন-যাপন, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়গুলো যদি আমরা নিজ নিজ ভাষায় ব্যক্ত করি তাহলে ভাষা না জানার কারণে তা বুঝতে পারব না। যদি আমরা প্রত্যেকে নিজের দেশের পরিবেশ, প্রকৃতি, জীবন ও সংস্কৃতির বিষয়ে ছবি আঁকি তাহলে সেই ছবির বর্ণনার মাঝে প্রতিটি দেশের সার্বিক একটা চিত্র প্রত্যেকের ছবির মাঝে ফুটে উঠবে সেই দেশের পরিচয় ও জীবনধারা। তাই একমাত্র ছবি বা চিত্রকলার ভাষা দিয়ে পৃথিবীর যেকোনো দেশ, যেকোনো জাতি, যেকোনো মানুষের সংস্কৃতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি। আর এ কারণেই বলা যেতে পারে চিত্রকলাই হচ্ছে আন্তর্জাতিক ভাষা।

প্রশ্ন ২। তিনি শুধু চিত্রশিল্পীই নন একাধারে বহু আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারক শিল্পী সম্পর্কে যা জান লেখ।

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত উপমার অধিকারী শিল্পী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি। পৃথিবীর বিখ্যাত চিত্রশিল্পীদের মধ্যে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি অন্যতম। তিনি ১৪৫২ সালে ইটালির ভিঞ্চি নামক শহরের আনচি আনো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা পাইরো দা ভিঞ্চি একজন বিশিষ্ট বিত্তশালী। তার মাতার নাম ক্যাটরিনা। বিপুল ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের মধ্যে লিওনার্দো প্রতিপালিত ও বেড়ে উঠেছেন।

অশ্বারোহণ, সঙ্গীত, চিত্র, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, স্থাপত্য ও গণিতশাস্ত্রে ছিল লিওনার্দোর গভীর অনুরাগ। তিনি তার ছবির নানা দিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যেতে লাগলেন। আকাশে উড়ন্ত পাখিদের গতি, ভারসাম্য ও দিক পরিবর্তন লক্ষ করে তিনি বর্তমান যুগের উড়োজাহাজের আকৃতিবিশিষ্ট এক যন্ত্রের পরিকল্পনা করেছিলেন। অঙ্কনে মানবদেহের সৌন্দর্য সৃষ্টিতে যথাযথ উপায় খুঁজে পেতে মৃতদেহ কেটে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতেও বাদ রাখেন নি। শিল্পকলার ইতিহাস ছাড়াও অন্যান্য দিক দিয়ে তার যে গবেষণা ছিল তা পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের বহু আবিষ্কারে ভূমিকা রেখেছে। নানা বিষয়ে অসংখ্য অঙ্কন তিনি রেখে গেছেন। বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকে তিনি প্রচুর গবেষণা করেছেন। তার চিন্তাচেতনার ফসলের সূত্র থেকেই পরবর্তীকালের আকাশযান, স্থলযান ও জলযানের জন্ম, যা আধুনিক বিশ্বের বিস্ময়।

তার জগৎবিখ্যাত শিল্পকর্মের মধ্যে মোনালিসা একখানি বিখ্যাত চিত্রকর্ম। মোনালিসা মুখের সেই রহস্যময় হাসি আজও আমাদের কৌতূহলী করে। এছাড়াও তার আরও বিখ্যাত ছবিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো এ্যাডোরেশন অব দ্য কিংস, ভার্জিন অব দ্য রকস, ম্যাডোনা, শিশু ও সেন্ট্র অ্যানি। ১৫১৯ সালে ২ মে, ৬৭ বছর বয়সে এই মহান শিল্পী লিওনার্দো মহাপ্রস্থান করেন।

প্রশ্ন ৩। শুধু চিত্রকলাই নয় ভাস্কর্যেও ছিলেন সমান পারদর্শী– শিল্পীর নাম ও শিল্পকর্ম সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত উপমার অধিকারী শিল্পীর নাম মাইকেল এঞ্জেলো। ১৪৭৫ সালে ফ্লোরেন্সের নিকটবর্তী ক্যাসেল ক্যাপরিজ নামক একটি ক্ষুদ্র শহরে মাইকেল এঞ্জেলো জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে চিত্রকলা ভাস্কর্য স্থাপত্য ও কলাবিদ্যায় ছিলেন সমান পারদর্শী।

মানুষের ছবি আঁকায় ভাস্কর্য সৃষ্টিতে এবং তার নিখুঁত সুন্দর লাবণ্য ফুটিয়ে তুলতেও তিনি ছিলেন অসাধারণ। মানবদেহের মাংসপেশীর গড়ন, গতি প্রকৃতির আসল রূপ দেখার জন্য শিল্পী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির মতো তিনিও মৃতদেহকে কেটে দেখেছেন। সে অভিজ্ঞতার ফল তার আঁকা ছবি বা ভাস্কর্যে নজর দিলে সহজেই বোঝা যায়। শিল্পকর্মে তিনি মানবদেহের প্রতিটি অঙ্গ বা অংশ যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলতেন। তার নির্মিত মূর্তিগুলি ধাতু ও প্রস্তরে নির্মিত। তার পিয়েটা ভাস্কর্য জগতে এক অবিনশ্বর সৃষ্টি। ভ্যাটিকানের সিসটাইন চ্যাপেলের ছাদে এবং দেয়ালের গায়ে মাইকেল এঞ্জেলো যে ফ্রেসকো এঁকেছিলেন তার সে কাজগুলো আজও সকলে বিস্ময় নিয়ে দেখে। তিনি ভাস্কর্যের পাশাপাশি ছবি আঁকাতেও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

প্রশ্ন ৪। ছবি আঁকার বিষয়বস্তু যথাযথভাবে সাজানো-এ মূল্যবান উদ্ভাবন কোন শিল্পী করেছিলেন? তাঁর সম্পর্কে লিখ।

উত্তর : ছবি আঁকার বিষয়বস্তু যথাযথভাবে সাজানো ও মূল্যবান উপায়টির উদ্ভাবক হলেন খ্যাতিমান শিল্পী রাফায়েল সানজিও। তিনি ১৪৮৩ সালে র‍্যাফেল আরবিনো নামক একটি পার্বত্য শহরে গুড ফ্রাইডে তিথিতে রাত্রি ৯টায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা জিওভানি সানজিও ছিলেন একজন চিত্রশিল্পী ও সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষ। একমাত্র রাফায়েলের শিল্পকর্মের মধ্যে ছবি আঁকার বিষয়বস্তু সঠিকভাবে সাজানো উপায়টি দেখা যায়। আর কারো চিত্রকলায় যা দেখা যায় না। তিনি ছিলেন একজন অতি সুদর্শন পুরুষ এবং চরিত্রেও তেমনি ভদ্রতা, নম্রতা, বিনয়, শালীনতা ও পরোপকরী। তার বিখ্যাত শিল্পসৃষ্টির মধ্যে প্রান্তরে উপবিষ্ট ম্যাডোনা ছবিটি সৌন্দর্যের অতুলনীয় সৃষ্টি। ১৫২০ সালে মাত্র ৩৭ বছর বয়সে গুড ফ্রাইডে তিথিতে (জন্মদিনে) ধীরে ধীরে এই মহানশিল্পী পরলোক গমন করেন।

অতিরিক্ত প্রশ্নোত্তর — পরীক্ষায় কমন পেতে আরও প্রশ্নের উত্তর শিখি

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ৫। 'আলতামিরা গুহাচিত্র' আবিষ্কারের কাহিনীসহ অন্যান্য কোথায় গুহাচিত্র পাওয়া গেছে তা উল্লেখ কর।

উত্তর : পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গুহাচিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। গুহাচিত্রগুলোর মধ্যে প্রথম আবিষ্কৃত হয় আলতামিরা গুহাচিত্র। ১৮৭৯ সালে স্পেনের উত্তরাঞ্চলের সাউটুলা নামের এক জমিদার আলতামিরা গুহাচিত্রটি আবিষ্কার করেন। জমিদার সাউটুলা তার জমিদারি এলাকার মধ্যে একটি গুহা খুঁজে পেয়েছিলেন। গুহার মধ্যে আদিম মানুষের হাড়গোড় অথবা পাথরের হাতিয়ার পাওয়া যায় কি-না এ খেয়ালে মাউটুলা একদিন খনন কাজ আরম্ভ করেছিলেন। জমিদারের সাথে ছিল তার ৫ বছরের ছোট মেয়ে। মেয়েটি বেরিয়েছিল বাবার সাথে ঘুরতে। সাউটুলা যখন আদিম মানুষের হাড়গোড় আর পাথরের হাতিয়ার খুঁজে ফিরছিল তখন তার মেয়েটি মোমবাতি হাতে গুহাটি ঘুরে ফিরে দেখছিল। দেখতে দেখতে হঠাৎ একটি জায়গায় চোখ পড়ে মেয়েটির। সাথে সাথে সে (মেয়েটি) ষাঁড়, ষাঁড় বলে চিৎকার করে ওঠে। মেয়ের চিৎকারে জমিদার ছুটে আসে এবং জীবন্ত ষাঁড়ের বদলে দেখতে পায় ষাঁড়ের ছবি। এভাবে আবিষ্কৃত হয় আলতামিরা গুহাচিত্রটি। স্পেনের আলতামিরা ছাড়াও ফ্রান্সের লামু ও লাসকো পর্বত গুহায় পাওয়া গেছে অনেক চিত্র। ১৮৯৫ সালে স্পেনে আরও একটি গুহা আবিষ্কৃত হয় যার দেওয়ালে পাওয়া গেছে অনেক আঁকাজোকা। এছাড়াও ফ্রান্স, উত্তর আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে আদিম মানুষের আঁকা অনেক গুহাচিত্র পাওয়া গেছে এবং পণ্ডিতদের হিসাবমতে, কোনো কোনো গুহাচিত্রের বয়স খ্রিস্টপূর্ব ১০,০০০ থেকে ৩০,০০০ পর্যন্ত হওয়া সম্ভব।

প্রশ্ন ৬। 'চিত্রকলা সর্বকালের সব মানুষের ভাষা'– ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : আজকের পৃথিবীতে অনেক দেশ, বিভিন্ন ধরনের মানুষ আবার সবার ভাষাও ভিন্ন ভিন্ন। একজন মানুষের পক্ষে কখনো সব দেশের ভাষা জানা সম্ভব হয়ে ওঠে না। কিন্তু ভাষা না জানা সত্ত্বেও সেসব দেশের জীবন, পরিবেশ ও প্রকৃতি সম্পর্কে জানা যায় তার চিত্রকলার মাধ্যমে। চিত্রকলার মাধ্যমে নিজের মনের ভাব অন্য ভাষাভাষি লোকদের বোঝানো যায় মাতৃভাষায় বর্ণনার মতো করে। যেমন– বাইরের কোনো দেশে উৎসব উপলক্ষ্যে যদি বিভিন্ন দেশের মানুষ একত্রে সমবেত হয়, তখন সবাই সবার দেশ, পরিবেশ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কীভাবে জানবে? ভাষা না জানায় সবাই সম্যক ধারণা পায় না। এক্ষেত্রে একমাত্র চিত্রকলার মাধ্যমে একজন আরেকজনকে বুঝিয়ে দেওয়া যায় নিজের দেশ, পরিবেশ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে। তাছাড়া আদিম মানুষেরা তাদের নিজেদের মাঝে ছবির দ্বারাই ভাব প্রকাশ করতো। কারণ তখনও ভাষা আবিষ্কৃত হয়নি। প্রাচীন যুগের সেই আদিম মানুষেরা জীবনযাপন ও জীবনধারণের তাগিদে ছবি আঁকা শিখেছে। ছবির মাধ্যমে তারা নিজের মনের ভাব ফুটিয়ে তুলেছে। ছবির মাধ্যমে চলেছে তাদের মনের ভাবগুলোর আদান-প্রদান। ভাষা আবিষ্কৃত না হলেও চিত্রকলার দ্বারা তারা তাদের মনের ভাব প্রকাশ করেছে ভাষায় প্রকাশ করার মতো করে। কাজেই বলা যায়, চিত্রকলা হচ্ছে সর্বকালের সব মানুষের ভাষা।

প্রশ্ন ৭। 'ভাস্কর্য নির্মাণ ও চিত্রাঙ্কণে পূর্বের প্রচলিত নিয়মকানুন ও ধ্যানধারণা পাল্টে দিয়েছেন মাইকেল এঞ্জেলো'– ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : মাইকেল এঞ্জেলো ছিলেন ভাস্কর্যবিদ্যা ও চিত্রাঙ্কণের অমর স্রষ্টা। তিনি তার কাজের দ্বারা পূর্বের প্রচলিত সব নিয়মকানুন ও ধ্যান-ধারণা পাল্টে দিলেন। শিল্পকর্মে আনলেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি।